WORLD STATISTICS DAY
&
NATIONAL STATISTICS DAY 2025

DRIVING CHANGE WITH QUALITY STATISTICS AND DATA FOR EVERYONE

সবার জন্য মানসম্মত পরিসংখ্যান

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২৫

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রচারে: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এবারও বাংলাদেশে বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবার ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস একযোগে পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone' যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সঠিক ও মানসম্মত উপাত্ত কেবল সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেই নয়, বরং সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জন পরিমাপের ক্ষেত্রে মানসম্মত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-কে বিশ্বমানের সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকীকরণের একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে তা উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর, প্রযুক্তিনির্ভর ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে তুলবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, উপাত্তের সর্বজনীন প্রাপ্যতা ও মানসম্মত উপাত্তের ব্যবহার দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং উন্নয়নকে আরও জনমুখী করে তুলবে।

দেশের সকল নীতিনির্ধারক, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, পরিসংখ্যানবিদ এবং তথ্য ব্যবহারকারীদের সম্মিলিত প্রয়াসে "সবার জন্য মানসম্মত পরিসংখ্যান ও উপাত্ত" নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

আমি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

০৪ কার্তিক ১৪৩২
২০ অক্টোবর ২০২৫, ঢাকা

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আগামী ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও পালিত হতে যাচ্ছে "বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস"। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি পালিত হওয়ায় এর তাৎপর্য অনুধাবন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবছর জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস একই দিনে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবারের বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০২৫ এর প্রতিপাদ্য হলো- 'Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone' যা সময়োপযোগী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে অপরিহার্য।

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বচ্ছ নির্বাচন, জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা, ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথ সুগম হয়েছে। এ যাত্রায় নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ছাড়া জবাবদিহি ও ন্যায়সংগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জনশুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি, কৃষি শুমারি (মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ) সহ বিভিন্ন জরিপ ও শুমারি পরিচালনা করে আসছে। শুমারি ও জরিপে প্রাপ্ত উপাত্ত জাতীয় পর্যায়ে নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমি বিশ্বাস করি, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দক্ষ পরিসংখ্যান ব্যবস্থা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য উপাত্ত প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

পরিসংখ্যান কেবল সংখ্যার সমষ্টি নয়; এটি রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন তথা অর্থনীতি ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থার মূলভিত্তি। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ এবং কার্যকর রূপ দিতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২৫-আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জুলাই আন্দোলনের অর্জনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, গণতন্ত্রের বিকাশ, ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন এবং "নতুন বাংলাদেশ" বিনির্মাণের মাধ্যমে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে।

আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

০৪ কার্তিক ১৪৩২
২০ অক্টোবর ২০২৫, ঢাকা

আলেয়া আক্তার

সভাপতি
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিবিএসের যৌথ উদ্যোগে ২০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে "Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone" প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে চতুর্থবারের মত বাংলাদেশে "বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস" এবং এর সাথে মিল রেখে একই দিনে "জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস" উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পরিসংখ্যানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিসংখ্যান কোন একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তোলে যা উক্ত দেশের অগ্রগতি ও বৈষম্যের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। মূলত সঠিক পরিসংখ্যানই কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক, জনমিতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপে পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি সেক্টরে নির্ভুল ও সময়ানুগ পরিসংখ্যানের প্রয়োগ দেশকে দ্রুত উন্নয়নশীল থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে।

জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহে বিবিএস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং গবেষকগণ পরিসংখ্যানের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আশু উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। আমি মনে করি, বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের মাধ্যমে দেশবাসীকে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার একটি অনন্য সুযোগ।

আমি "বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস" ও "জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস" উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

০৪ কার্তিক ১৪৩২
২০ অক্টোবর ২০২৫, ঢাকা

ড. সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

সবার জন্য মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রস্তুতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ভূমিকা

পটভূমি ঃ পরিকল্পিত উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে মানসম্মত ও সমন্বিত পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ২৬ আগস্ট চারটি পৃথক দপ্তর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি শুমারি কমিশন, এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন আদমশুমারি কমিশন একীভূত করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিবিএস-এর কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, গতিশীল ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ১৯৭৫ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিসংখ্যান বিভাগ গঠন করা হয়। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি অর্জনের ধারাবাহিকতায়, ২০১২ সালে বিভাগের নাম পরিবর্তন করে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) করা হয়। বর্তমানে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) হিসেবে সরকারি পরিসংখ্যান প্রণয়ন, বিশ্লেষণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করছে।

জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আইনগত কাঠামোর আওতায় এনে আরও সমন্বিত, গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার জন্য ২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি "পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩" প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে বিবিএস-কে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) হিসেবে দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সমন্বয় করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ আইনের অধীনে ০৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিধিমালা ও নীতিমালা যথাক্রমে ক) 'সংস্থা কর্তৃক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ বিধিমালা, ২০১৪', খ) 'সংস্থা কর্তৃক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ নীতিমালা, ২০১৬' এবং গ) 'বিবিএস কর্তৃক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ নীতিমালা, ২০২৫' জারি করা হয়। একই সঙ্গে ২০১৩ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS)" দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের রূপরেখা প্রদান করছে, এবং এর হালনাগাদ NSDS ২০২৫ সরকার কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিবিএস তার দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পাদন করে ০৮টি উইং এবং ০৬টি বিশেষ সেলের মাধ্যমে, যা দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত, কার্যকর ও আধুনিকায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বিবিএস এর ০৮টি উইং এবং বিশেষায়িত ০৬টি সেলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় পরিসংখ্যান উপদেষ্টা পরিষদ (NACS) এবং জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (NDCC) ঃ সরকারি পরিসংখ্যানের জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় উপদেষ্টা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিসংখ্যান উপদেষ্টা পরিষদ (NACS) গঠন করা হয়েছে। এটি সরকারি তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আধুনিক, প্রমাণনির্ভর এবং নীতি-সহায়ক রূপে গড়ে তুলতে দিকনির্দেশনা দেয়। পাশাপাশি সরকারি পরিসংখ্যান কার্যক্রমকে অধিক কার্যকর ও সমন্বিত করতে, জরিপ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, দ্বৈততা হ্রাস, তথ্যের ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, এবং মানসম্মত পরিসংখ্যানের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে "জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (NDCC)" গঠন করেছে।

জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক প্রণয়ন ঃ জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে অন্যতম প্রধান উপাদান। এসব পরিসংখ্যান থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির ধারা, জনগণের জীবনমান, উৎপাদন, আয়, সঞ্চয়, ভোগ এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্য-উপাত্ত সর্বাগ্রে ব্যবহার করে থাকে। বিবিএস নিয়মিতভাবে জাতীয় হিসাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক যেমন স্থূল দেশজ উৎপাদন (GDP), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, ভোগ (Consumption), বিনিয়োগ (Investment), সঞ্চয় (Savings) ইত্যাদি প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বার্ষিক জিডিপি সংকলন ও প্রকাশের পাশাপাশি ত্রৈমাসিক জিডিপির গুরুত্ব স্বীকৃত। এছাড়াও বিবিএস-এর জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণসহ জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণে QGDP প্রণয়ন করছে। এছাড়াও বিবিএস এর ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং কর্তৃক নিয়মিতভাবে মূল্য ও মজুরি পরিসংখ্যান তথা ভোক্তা মূল্য সূচক, মজুরি হার সূচক, গৃহনির্মাণ সামগ্রী মূল্য সূচক, বাড়ি ভাড়া সূচক, শিল্প উৎপাদন সূচক, উৎপাদকের মূল্য সূচক প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

দারিদ্র্য পরিসংখ্যান ঃ ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছর হতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য সম্পর্কিত পরিসংখ্যান প্রথম প্রস্তুত করা হয়। Household Expenditure Survey (HES) এর মাধ্যমে আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের হার নিরূপণ করা হলেও ২০০০ সাল থেকে দারিদ্র্য প্রাক্কলনের জন্য Cost of Basic Needs-CBN পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে খানা পর্যায়ে সারা বছরের ভোগ ও ব্যয়ের উপাত্ত সংগ্রহ করে দারিদ্র্য নির্ধারণ করা হয়। সর্বশেষ ২০২২ সালে Household Income and Expenditure Survey (HIES) পরিচালনা করা হয়।

পরিবেশ পরিসংখ্যান ঃ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্যের চাহিদা জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব পরিসংখ্যান দেশের নানা উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি যেমন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR), The Paris Agreement প্রভৃতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণেও এসব উপাত্ত অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে বিবিএস "পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ পরিসংখ্যান (ECDS) সেল" প্রতিষ্ঠা করে, যা পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করছে।

স্বাস্থ্য ও জনমিতিক পরিসংখ্যান ঃ বিবিএস কর্তৃক দেশের স্বাস্থ্যসেবা, জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য, পুষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিসংখ্যান প্রণয়ন করা হয়। গড় আয়ু নির্ধারণ, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, অভিবাসন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, প্রতিবন্ধিতা, রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়। এছাড়া মা ও শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, শিশু বিকাশ ও শৃঙ্খলা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি নিয়মিত মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS), হেলথ অ্যান্ড মরবিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে, ন্যাশনাল হাইজিন সার্ভে, চাইল্ড ওয়েলবিয়িং সার্ভে, নারীর প্রতি সহিংসতা (VAW) জরিপ, টাইম ইউজ সার্ভে (TUS), পথশিশু জরিপ এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ (NSPD) প্রভৃতি পরিচালনা করা হয়। পর্যায়ক্রমিক দুটি জনশুমারির মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যার হালনাগাদ হিসাব প্রাক্কলন, বার্ষিক ও ষান্মাসিক জনমিতিক গতিপ্রকৃতি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে বিবিএস নিয়মিতভাবে স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম কার্যক্রমের আওতায় সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়।

শিল্প পরিসংখ্যান ঃ বিবিএস দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে শিল্পের ধরন, কার্যক্রম, উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিয়মিতভাবে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করে থাকে। শিল্প সম্পর্কিত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নিশ্চিত করার জন্য প্রতি দশ বছর অন্তর একটি অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনা করা হয়। এই শুমারির মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা কাঠামো, আইনগত অবস্থা, কার্যক্রমের প্রকৃতি, উৎপাদিত পণ্য বা সেবার ধরন, কর্মসংস্থান ও স্থায়ী সম্পদের মূল্য সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

শ্রম পরিসংখ্যান ঃ বিবিএস ১৯৮৩ সাল থেকে নিয়মিতভাবে শ্রমশক্তি জরিপ পরিচালনা করছে। ২০১৫-১৬ সাল থেকে এই জরিপ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালে শ্রমবাজার সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়। এই জরিপ থেকে দেশের বেকারত্বের হার, শিল্প ও পেশাভিত্তিক কর্মসংস্থান, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার, কর্মঘণ্টা, মাসিক আয়-উপার্জন, জনসংখ্যার বিপরীতে কর্মসংস্থানের অনুপাত এবং অভিবাসন ব্যয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সূচক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। এর পাশাপাশি, বিবিএস শিশু শ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ও পরিচালনা করে থাকে।

আইসিটি পরিসংখ্যান ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অ্যাক্সেস ও ব্যবহার জরিপ ২০২৪-২৭ এর মাধ্যমে কোন খানায় কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট সংযোগ আছে, কে কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক যোগাযোগ, অনলাইন কেনাকাটা বা সরকারি সেবায় তথ্যপ্রযুক্তির কতটা ব্যবহার হচ্ছে তা জানা যায়। দেশের জনগণের তথ্যপ্রযুক্তি স্কিলস, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটি বাস্তবচিত্র তুলে ধরা হয়।

জেন্ডার পরিসংখ্যান ঃ বিবিএস এর বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উপাত্ত ব্যবহার করে জেন্ডার পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য জেন্ডার পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যক্রম হলোঃ Violence Against Women (VAW) Survey, Time-Use Survey, Gender Statistics Compendium, Facts and Figures, Unpaid Household Production Satellite Account (HPSA) ইত্যাদি।

কৃষি পরিসংখ্যান ঃ বিবিএস নিয়মিতভাবে দেশের ছয়টি প্রধান ফসল, আউশ, আমন, বোরো, গম, পাট ও আলু এবং প্রায় ১৪০টি অপ্রধান ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের হিসাব সংগ্রহ, প্রাক্কলন ও প্রকাশ করে থাকে। এর পাশাপাশি ভূমি ব্যবহার, সেচ সম্পর্কিত তথ্য, অস্থায়ী ফসলের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এবং মাসিক কৃষি মজুরির হারও নিরূপণ করা হয়। কৃষি খাতে জমি চাষের ধরন, ফসলের বৈচিত্র্য, অবকাঠামোর পরিবর্তন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ পোল্ট্রি উপখাতের তথ্য সংগ্রহে বিবিএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব তথ্য কৃষি শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়, যা কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন জরিপ পরিচালনার জন্য নমুনা ফ্রেম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রতিবছর কৃষি সম্পর্কিত আবহাওয়া, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সার, বীজ ও কীটনাশক সংক্রান্ত তথ্য সংকলন ও প্রকাশ করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান প্রণয়নের মাধ্যম দেশের মানুষের মাথাপিছু ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট (ক্যালরি, প্রোটিন ও ফ্যাট) ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (খনিজ, ভিটামিন প্রভৃতি) এর প্রাপ্যতা নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের খাদ্য স্থিতি এবং সরবরাহ-যোগান টেবিল (Food Balance Sheet and Supply & Utilization Table) বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সংস্কার কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জরিপসমূহ ঃ বিবিএস কর্তৃক সরকারের চলমান সংস্কার কার্যক্রমসমূহের প্রভাব, জনমত ও গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণের লক্ষ্যে সরকার গঠিত বিভিন্ন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় জনমত জরিপ যথাক্রমে (ক) সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪, (খ) স্বাস্থ্য খাত সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪ (গ) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪ (ঘ) স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫ (ঙ) গণমাধ্যম বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫ পরিচালনা করা হয় (চ) জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জরিপ ২০২৫ (ছ) পে-কমিশন জনমত জরিপ ২০২৫। এই জরিপসমূহ সরকারের নীতি ও সংস্কার উদ্যোগের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যাশা এবং প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা ও প্রমাণনির্ভর নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রথম ডিজিটাল শুমারি ঃ বিবিএস কর্তৃক সফলভাবে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণভাবে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ পরিচালনা করা হয়। এতে Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) পদ্ধতি, GIS ভিত্তিক ডিজিটাল মানচিত্র, এবং Integrated Census Management System (ICMS) ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের নির্ভুলতা ও গতিশীলতাবৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিবিএস সফলভাবে অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ সম্পন্ন করেছে। ১৯৭৮ সাল হতে বিবিএস কর্তৃক এই কোডিং ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। সকল শুমারি ও জরিপে জিওকোড ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী জিওকোড প্রণয়নের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হলো বিবিএস, এবং এর কোড বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিবিএস সদর দপ্তরে স্থাপিত নেটওয়ার্ক অপারেশনস সেন্টার (NOC) এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ রিয়েল-টাইমে মনিটর ও ডিজিটাল মানচিত্রে ভিজুয়ালাইজ করা হয়।

এসডিজি পরিবীক্ষণ ও ট্র্যাকার ঃ ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে, যেখানে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। প্রতিটি দেশকে জাতীয় পর্যায়ে এসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO)। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসডিজি পর্যালোচনার মূল ভিত্তি হবে জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত সরকারি পরিসংখ্যান, যা বিবিএস সরবরাহ করে। এটুআই (a2i)-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম "এসডিজি ট্র্যাকার", যা এসডিজি সূচকগুলোর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ পর্যন্ত এসডিজি'র ২৫০টি সূচকের মধ্যে ২২৩টির ভিত্তি উপাত্ত নিশ্চিত করা হয়েছে। বিবিএস-এর নেতৃত্বে গঠিত এসডিজি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক এসডিজি ট্র্যাকার-এ প্রকাশের পূর্বে তথ্যের সত্যতা, মান ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়।

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ ঃ জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (UN-CDP) সদস্য দেশগুলোর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণের সুপারিশ প্রদান করে। এই মূল্যায়নে তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয় (ক) মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI) ন্যূনতম ১,৩০৬ মার্কিন ডলার, (খ) মানবসম্পদ সূচক (HAI) ৬৬ বা তার বেশি, এবং (গ) অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক (EVI) ৩২ বা তার নিচে। ২০২১ সালের জাতিসংঘের মূল্যায়নে বাংলাদেশ এই তিনটি সূচকের মান সফলভাবে অর্জন করেছে। বিবিএস এ সূচকগুলো প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

অংশীজনদের সম্পৃক্ততা ও সমন্বয় ঃ বিবিএস আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগ UNSD, ESCAP, UNSIAP Ges PARIS 21-এর সাথে সহযোগিতা করে বিবিএস বৈশ্বিক পরিসংখ্যান অঙ্গনে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে। বিবিএস আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, KOICA, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় বিবিএস তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিকায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন PARIS21 এবং বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা জোরদার করে তথ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নতুন তথ্য উৎস অনুসন্ধান এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) পর্যবেক্ষণে বৈশ্বিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখছে।

আন্তর্জাতিক সূচক ঃ বিবিএস জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত সরবরাহ করে। এসব হালনাগাদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে বিবিএস বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করতে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এইসব সাফল্যের মাধ্যমে বিবিএস নিজের অবস্থানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে।

উপসংহার ঃ জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান বিবিএস আজ এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। বিবিএস একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান যা পেশাদারিত্ব, সততা ও স্বচ্ছতার নীতিতে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বিবিএস কর্তৃক প্রণীত সঠিক ও মানসম্মত তথ্য-উপাত্তই হয়ে উঠেছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। সরকারের সুদৃঢ় অঙ্গীকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের কার্যকর সহায়তায় টেকসই সংস্কার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যানকে শুধুমাত্র সংখ্যার সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং একটি জাতীয় সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা আবশ্যক। তবেই জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। সময়মতো, সঠিক, মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়ন প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন দেশের টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০২৫" ও "জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২৫"-এর বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য "Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone' নিশ্চিতকরণে বিবিএস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

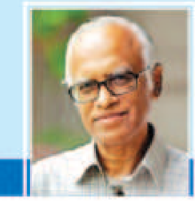

উপদেষ্টা
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এটি একটি আনন্দের বিষয় যে, বাংলাদেশে এবারই প্রথম বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস একসাথে পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone', যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ দিবস আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশ পরিচালনার প্রতিটি স্তরে উপাত্তভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মানসম্মত পরিসংখ্যানের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে দেশের অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগের ক্ষতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যানই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ নিরূপণ, সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী-পুরুষের সমতা, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পরিসংখ্যানের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। এজন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করে তুলবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস আমাদেরকে উপাত্তভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন করবে এবং একইসাথে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবে। বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের প্রতিটি ধাপ সমৃদ্ধ হলে আমাদের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা হবে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী যা সকল স্তরের অংশীজনের নিকট হবে আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম প্রতীক।

বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক ও উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পরিসংখ্যান হবে অন্যতম চালিকাশক্তি। আমি আশা করি, এ দিবসের উদযাপন দেশের উন্নয়নে বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরীর সহায়ক হবে এবং "নতুন বাংলাদেশ" বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় নব চেতনা ও দিগন্তের উন্মেষ ঘটাবে।

আমি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস-২০২৫ এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

০৪ কার্তিক ১৪৩২
২০ অক্টোবর ২০২৫, ঢাকা

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাণী

আজ ২০ অক্টোবর ২০২৫ বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে প্রতি ৫ বছর অন্তর বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone'। এ বিষয়ের মাধ্যমে মূলত মানসম্মত পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন, ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ এবং র‍্যালী আয়োজনসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, মাঠ পর্যায়েও র‍্যালী আয়োজন এবং আলোচনা সভা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসও এসাথে একীভূত করে পালন করা হচ্ছে।

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে সঠিক, সময়োপযোগী ও মানসম্মত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিহার্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) স্বাধীনতাত্তোর কাল থেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, জনমিতিক এবং পরিবেশগত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি দশ বছর অন্তর জনশুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি ও কৃষি শুমারি পরিচালনাসহ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রায় সকলক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করে থাকে। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং নীতি-নির্ধারকগণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এসকল শুমারি ও জরিপের তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে।

জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (National Statistical Organization) হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতসহ আর্থ-সামাজিক সকলক্ষেত্রে অর্থনীতির সূচকসমূহ প্রস্তুত করে আসছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ ও অন্য সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করেছে। তথ্য-উপাত্তের গুণগতমান উন্নয়নে পরিসংখ্যান ব্যুরো অংশীজন তথা জনগণের চাহিদার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বর্তমানে সকল শুমারি ও জরিপ কার্যক্রম Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ট্যাবলেট ব্যবহার করে পরিচালনা করছে। শুমারি ও জরিপে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ফলে রিয়েল টাইম মনিটরিং এর মাধ্যমে তথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দ্রুত রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান প্রণয়নসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রশাসনিক ডাটা ও বিগ ডাটা ব্যবহার করে পরিসংখ্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগ ডাটা প্লাটফর্ম স্থাপন করা হচ্ছে। এসকল উদ্যোগ বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়।

আমি মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্তকরণের লক্ষ্যে 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০২৫' ও 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২৫' উদযাপনে গৃহীত সকল কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করছি।

০৪ কার্তিক ১৪৩২
২০ অক্টোবর ২০২৫, ঢাকা

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়